নারদ ও হরিশ্চন্দ্রের কথোপকথন

ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়ব্রাহ্মণের তেত্রিশতম অধ্যায়ে শুনঃশেপোপাখ্যান নামে একটি কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে | এই কাহিনীতে অপুত্রক রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণের কৃপায় পুত্রলাভ, কৃতজ্ঞতাবশতঃ বরুণের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণবালক শুনঃশেপকে উত্সর্গ করার প্রচেষ্টা এবং দেবতাদের কৃপায় শুনঃশেপের মুক্তিলাভের কথা বিবৃত হয়েছে | কাহিনীর প্রারম্ভে পুত্রলাভের ফল সম্বন্ধে যে জিজ্ঞাসা জেগেছিল এবং নারদঋষির কাছ থেকে তিনি যে উত্তর পেয়েছিলেন সে কথা বিবৃত হয়েছে | রাজা হরিশ্চন্দ্রের একশত ভার্যা থাকা সত্ত্বেও তার একটিও পুত্র ছিল না | সেই রাজার গৃহে পর্বত ও নারদ নামে দুই ঋষি বাস করতেন | হরিশ্চন্দ্র তাদের মধ্যে নারদ ঋষিকে একটি গাথার দ্বারা প্রশ্ন করলেন যে দেবতামনুষ্য প্রভৃতি যারা বিবেকজ্ঞানযুক্ত এবং পশু প্রভৃতি যারা বিবেকজ্ঞানরহিত তারা সকলেই পুত্রকামনা করেন, সেই পুত্রের দ্বারা পিতা কি বিশেষ ফল লাভ করেন | হরিশ্চন্দ্র এরুপ প্রশ্ন করলে নারদ ঋষি দশটি গাথার সাহায্যে সকল প্রাণীর পুত্রৈষণার কারণ কি, পুত্রলাভ করে পিতা কি বিশেষ ফল লাভ করেন, সে সম্বন্ধে বিবৃত করলেন | তার মতে পিতা জাত এবং জীবিত পুত্রের মুখদর্শন করলে বৈদিক এবং লৌকিক সর্ববিধ ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে থাকেন | শাস্ত্র মতে, সকল মানুষই জন্মের সময় ব্রহ্মঋণ, দেবঋণ, পিতৃঋণ - এই

তিনপ্রকার ঋণসহ জন্মগ্রহণ করে | লৌকিকজীবনেও তার কিছু না কিছু ঋণ থাকে, ঋণবান পুরুষ কখনও স্বর্গে গমন করতে পারে না | পুত্র জন্মগ্রহণ করলে পিতা তার উপর ঋণভার অর্পণ করেন | পুত্রও পিতার ঋণমোচনে দায়বদ্ধ থাকে | অতএব পিতা ঋণমুক্ত হয়ে অমৃতলোকে গমনের অধিকারী হন | দ্বিতীয়তঃ, প্রাণিগণ স্বাভাবিকভাবেই সুখাভিলাষী | তারা পৃথিবীর কাছ থেকে ভোজন-নিবাসাদি সুখভোগ করে, অগ্নি থেকে দহন-পাকাদি এবং জল থেকে স্নানপানাদির সুখ ভোগ করে | কিন্তু এদের সকলের থেকে অনেক বেশী সুখ্ভোগ, পুত্রের নিকট থেকে পাওয়া যায় | পুত্র ই পিতার শ্রেষ্ঠসুখের হেতু | তৃতীয়তঃ, পুত্র জাত হলে পিতা ইহলোক ও পরলোক সকলপ্রকার দুঃখকে অতিক্রম করে যান | শাস্ত্রকার বৌধায়ন ও এরূপ বলেছেন - "পুত্তস্ত্রাণাত্ততঃ পুত্রমিহেচ্ছন্তি পরত্র চ" অর্থাত পুত-নামক নরক থেকে ত্রাণ করে বলে সকলে পুত্রকামনা করে | পিতার থেকে জাত পুত্র পিতার ই স্বরূপতা প্রাপ্ত হয় | অথএব পিতা স্বয়ং যেমন নিজের দুঃখমোচন সচেষ্ট হন, সেরূপ পুত্রও তার সকল দুঃখের বিনাশ করে | এ বিষয়ে আর বেশী বলার প্রয়োজন নেই | নৌকা যেমন দুস্তর নদী পার হতে সহায়ক হয় তদ্রূপ পুত্রও পিতার ঐহিক-পারত্রিক সকল দুঃখমোচন করে থাকে | চতুর্থতঃ, ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-পারিব্রাজ্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্মপালন মানুষকে বিশেষ কোনো সুখ দান করতে পারে না, কিন্তু পুত্র তার কাছে পরমসুখের হেতু হয় | পুত্রকে

বলা হয়েছে, "অবদাবদঃ লোকঃ" অর্থাত দোষনির্মুক্ত অনিন্দনীয় সুখের উত্স | সুতরাং চতুরাশ্রমের থেকেও পুত্র অনেক বড় | পঞ্চমতঃ, অন্ন, বস্ত্র, হিরণ্য, পশু প্রভৃতি মানুষের সুখের কারণ বলে প্রসিদ্ধি আছে | জায়া বা পত্নী ভোগসুখে সহায়িকা বলে তিনি সখিস্বরূপা এবং আনন্দদায়িনী | কিন্তু এরা সুখহেতু হলেও তাত্কালিক অল্পসুখ ই তারা দিতে পারে | দুহিতা কেবল দুঃখের ই কারণ হয় বলে দৈন্য হেতু | কিন্তু পুত্র স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ হয়ে পিতার অমৃতত্বপ্রাপণে হেতু হয় বলে সকলের ই সর্বথা পুত্রেচ্ছা কর্তব্য | ষষ্ঠতঃ, পিতার নিকট থেকে উত্পন্ন হয়ে পুত্র পিতার ই প্রতিবিম্ব হয়ে থাকে | প্রকৃত পক্ষে পিতা দুবার জন্ম নিয়ে থাকেন - একবার নিজের মাতৃগর্ভ থেকে, আর একবার পুত্ররূপে পত্নীর জঠর থেকে | অতএব পুত্র পিতার থেকে পৃথক কেউ নয় | সপ্তমতঃ, পতি পুত্ররূপে পত্নীজঠর থেকে জাত হন এই ব্যুত্পত্তির দ্বারা পত্নীর জায়া এই অভিধা সার্থক হয় | আবার পতি পত্নীতে পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হন এই ব্যুত্পত্তির দ্বারা পত্নী আভূতি শব্দবাচ্যাও হন | অষ্টমতঃ, দেবগণ এবং মহর্ষিগণও পুত্রোত্পাদনের নিমিত্ত স্বীয় মহত তেজ পত্নীতে স্থাপন করে মনুষ্যগণের ক্ষেত্রে জায়াই পতির জননীস্থানীয়া হবেন এরূপ ঘোষণা করেছিলেন | অতএব অপুত্রকের কোনো সুখ নেই, কারণ পুত্র দর্শনজনিত সুখ অন্য কোনো কিছু থেকেই পাওয়া যায় না | পুত্রসুখ অনুভব করে দেবতা ও মনুষ্যগণ শোক বিস্মৃত হন,

শাস্ত্রজ্ঞ মনুষ্যগণ এবং রাজা অমাত্যাদি সকল বিচক্ষণ ব্যাক্তিরাই পুত্রসুখানুভবরূপ মার্গের প্রশংসা করে থাকেন | পশুপাখীদের মতো বিবেকজ্ঞানরহিত তির্মকপ্রাণীরাও একথা বোঝে এবং একারণে পুত্রোত্পাদনরূপ প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে জননী এবং ভগিনীর সঙ্গেও সংসর্গ করে | অথএব মনুষ্য বা মনুষ্যেতর প্রাণী, বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন অথবা বিবেকজ্ঞানরহিত সকল প্রাণীর কাছেই পুত্রলাভ এক অসীম আনন্দের উত্স হয়ে থাকে এই সার্বজনীন প্রবৃত্তির কথাই ব্রাক্ষণকার নারদ ঋষির মাধ্যমে বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত করেছেন |